দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১৩শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন
গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

"হায় রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি !..."

এ কথাটির মধ্য দিয়ে সাধু পল খ্রীষ্টবাণী প্রচারে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদন করেছেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতায় ক্ষান্ত না হয়ে অধিকতর উদ্যমের সাথে কঠিন সংগ্রাম করে বাণী প্রচার করেছেন। বাণী প্রচার করে তিনি আমাদের কাছে বাণী প্রচারকের একটি আদর্শ হয়ে আছেন। আমরা ঐশ জনগণ; আমরা সকলে প্রেরণকর্মী আমাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে। সত্যিকার অর্থে খ্রীষ্টপ্রভুর উপর অগাধ বিশ্বাসই সকল প্রেরণকর্মী হওয়ার আসল চালিকাশক্তি।

সাধু পল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন, পুনরুত্থিত খ্রীষ্টই আমাদের জীবনের ভিত্তি। সেখানেই ঈশ্বর খ্রীষ্টের মুক্তি রহস্য ঘোষণার দ্বার অবারিত করেছেন, সেখানেই সকল মানুষের কাছে ঈশ্বর এবং যাঁকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন সেই যীশু খ্রীষ্টকে সাহসের সঙ্গে এবং বিশ্বস্তভাবে ঘোষণা করতে হবে।

বাংলাদেশে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা খ্রীষ্টের বাণী শোনার জন্য আগ্রহী। তবে তা প্রচারের জন্য আমাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ঐশবাণীর আলোকে জীবন যাপন করা। কথা-কাজ-আচরণ গোটা ব্যক্তিত্বে ঐশবাণীর মূল্যবোধগুলির প্রকাশে জীবন যখন হয়ে ওঠে বাণী, তখনই সেই জীবন হয়ে ওঠে প্রচারমুখী।

যীশুর শিক্ষা ও যীশুর আদর্শের আলোকে জীবন গড়েছেন যিনি, সেই পলের ন্যায় ব্যক্তি–যার জীবন ঐশবাণীরূপে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। যীশুর যেমন গোটা জীবন দ্বারা হয়ে উঠেছিলেন খ্রীষ্ট সৈনিক, আমরাও আমাদের দেশে বাণীময় জীবন যাপন করে হয়ে উঠতে পারি ঈশ্বরের প্রেমকাহিনী ও সাধু পলের মত খ্রীষ্ট সৈনিক।

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

সাধু পলের প্রচারযাত্রায় আমাদের অংশগ্রহণ

– ডমিনিকি মন্টু হাঁসদা

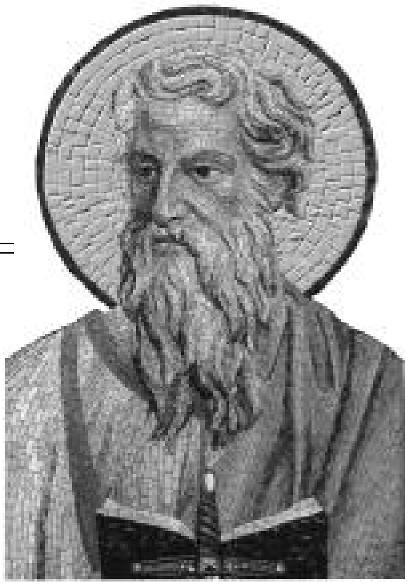

প্রথম অধ্যায় ঃ সাধু পলের জীবনী

ভূমিকা

"ধিক্ আমাকে, যদি না আমি মঙ্গলবাণী প্রচার করি" (১করিন্থীয় ৯:১৬)। এই কথাটির মধ্য দিয়ে সাধু পল তাঁর নিজের সত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেছেন খ্রীষ্টবাণী প্রচারের স্বার্থে। তিনি আরো বলেছেন, "আমি আর আমার নই, আমি খ্রীষ্টেরই" (গালাতীয় ২:২০)। যীশুর শিষ্য না হয়েও নতুন নিয়মের ২৭টি লেখার মধ্যে মোট ১৩টি পত্রই তাঁর লেখা, নতুন নিয়মের বেশ বড় অংশ সাধু পলের লেখা স্থান দখল করে আছে। এক সময়ের খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অত্যাচারকারী সৌল যীশুর দর্শন পেয়ে হয়ে উঠেছেন পল, যিনি নিজেকে খ্রীষ্টের ঐকান্তিক প্রেরণকর্মীরূপে তুলে ধরেছেন। নানা প্রতিকূল পরিবেশে ও জনগণের চরম বিরোধিতার সাথে আপোসহীন কঠোর সংগ্রাম করে তিনি বিশ্বের সর্বত্রই বাণীপ্রচারে সফল হয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। খ্রীষ্টের একজন প্রেরিতদূত হয়ে তিনি ইহুদী ও অনিহুদী সকলের কাছে অকুতোভয়ে মঙ্গলসমাচার প্রচার করেছেন। বাণীপ্রচারে তিনি চারটি মিশনারী যাত্রায় পঞ্চাশটিরও বেশী জায়গায় জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করে নতুন নতুন প্রচারক্ষেত্র স্থাপন করে খ্রীষ্টভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আর তাঁর বাণীপ্রচারেও তিনি নানা ধরণের বিষয় ও কৌশলও অবলম্বন করতেন। এই সব মিলিয়েই সাধু পল চির স্মরণীয় বাণীপ্রচারক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। সাধু পল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মিশনারী, খ্রীষ্টের সেবক, একজন প্রেরিত দূত ও নির্ভীক বাণীপ্রচারক। তাঁর জন্মই তাঁর প্রচারযাত্রার সূচনা। তাঁর জীবন-যাত্রা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, জ্ঞান-গরিমা ও সংগ্রামী জীবন সবকিছুই ছিল তাঁর প্রচারযাত্রার স্বরূপ। তাঁর এই প্রচার যাত্রার গুরুত্ব আমাদের খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে অপরিসীম। তবে আমরা তাঁর প্রচার কাজের মাহাত্ম বুঝে ও শুনে বসে থাকলে চলবে না বরং আমাদেরও সেই একই প্রচারকাজ চালিয়ে যেতে হবে, তাঁর প্রচার কাজে আমাদেরও অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রচারক্ষেত্রে যা কিছু করণীয় বর্তমান বাস্তবতায় সবকিছুই আমাদের করে যেতে হবে। কারণ বাস্তবতার প্রচারযাত্রায় আমাদের করণীয় অনেক কিছুই আছে।

পলের যাত্রার স্বরূপ

আমরা সাধু পলের জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাব যে, তাঁর জীবনে জন্ম থেকেই ইহুদী ধর্মের প্রভাব ছিল। সেই ছোটবেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন ধরনের কঠিন কঠিন শিক্ষা ও পড়াশুনা করেছেন। পলের জীবনের পুরোটাই ছিল একটা যাত্রা, এটা যেন অন্য ধরনের যাত্রা। যে যাত্রার জন্য সাধু পল প্রস্তুত ছিলেন না। যে যাত্রার দিকে পল কোনদিনই যেতে চাননি, তিনি কোনদিনও খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হতে চাননি, বরং খ্রীষ্টের অনুসারীদের অত্যাচার আর নির্যাতনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে খ্রীষ্ট প্রভু সৌলের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন,

ভেঙ্গে দিলেন সৌলের পাথরের মত কঠিন হৃদয়। ফলে ক্ষণিকের জন্য পল দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন এবং খ্রীষ্টেতে নবজীবনের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। যীশুর দর্শন ও স্পর্শ লাভে সৌল হয়ে উঠলেন পল, খ্রীষ্টপ্রেমিক পল। তাঁর জীবনযাত্রার সাথে এক নতুন মাত্রা বা যাত্রার স্বরূপ যোগ হল, তা হল "আধ্যাত্মিক যাত্রা"। আধ্যাত্মিক যাত্রার ভিত্তি রচিত হয়েছিল তাঁর জীবনযাত্রার গঠনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু এখন তাঁর সেই জীবনযাত্রা পূর্ণতা পেল। তাঁর যাত্রা যেন হয়ে উঠল খ্রীষ্ট যীশুর প্রেমে উদ্বুদ্ধ আধ্যাত্মিক যাত্রা। আর তাঁর এই আধ্যাত্মিক যাত্রা থেকে তিনি প্রচারযাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি প্রেরিত হলেন বিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কাজেই আমরা সাধু পলের জীবনে তিন ধরনের যাত্রার স্বরূপ দেখতে পাই – (১) জীবনযাত্রা (২) আধ্যাত্মিক যাত্রা এবং (৩) প্রচার যাত্রা। সাধু পলের জীবনযাত্রা ও আধ্যাত্মিক যাত্রাসহ আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় সাধু পলের প্রচারযাত্রা এবং আমরা আমাদের বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কিভাবে তাঁর প্রচারযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারি তার বিস্তারিত আলোচনা করা হল ।

পলের জীবনযাত্রা

আদি থেকেই মানুষ তার নিজের জীবনকে একটি যাত্রা হিসাবে মনে করে আসছে। পৃথিবীতে মানুষের এই জীবনযাত্রা যেন একটা ক্ষণিকের অতিথির মত, যেন অনির্দিষ্টকালীন। মানুষ জানে না সে কোত্থেকে এলো, আর মৃত্যুর পর কোথায় যাবে। এক্ষেত্রে আমাদের জীবনও একটি যাত্রাস্বরূপ। সাধু পলও ঠিক একইভাবে তাঁর জীবনযাত্রায় অবতীর্ণ হন তাঁর জন্ম মুহূর্ত থেকেই। তাঁর জন্মই যেন তাঁর জীবন-যাত্রার সূচনা। পলের যাত্রার সূচনা বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের জানা দরকার তাঁর জীবন বৃত্তান্ত, যা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল ।

পলের জন্ম : রোম সম্রাট অগাস্টাসের শাসনামলে এশিয়া-মাইনরের অন্তর্ভুক্ত সিলিসিয়া (বর্তমান তুরস্ক) প্রদেশের সেই সময়কার সমৃদ্ধশালী শহর তার্সাসে পলের জন্ম হয় (শিষ্যচরিত ২১:৩৯; ২২:৩) খুব সম্ভবত ৭ অথবা ৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতামাতা ছিল মূলত ফরিসী সম্প্রদায়ের মানুষ (শিষ্যচরিত ২৩:৬)। তার্সাসের ইহুদীগণ কারখানা ও ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কাজেই সেই সূত্রে পল ছিলেন ইহুদী সমাজের সদস্য। আর পল ইহুদী বংশে জন্মগ্রহণ করতে পেরে খুবই গর্বিত ছিলেন (ফিলিপ্পীয় ৩:৫)।

পলের নাম : পলের নাম নিয়েও মানুষের মধ্যে যেমন মতভেদ রয়েছে তেমনি বাইবেলেও তাঁর দুই ধরনের নামের উল্লেখ রয়েছে। তবে কোন্‌টি তাঁর আসল নাম এর উত্তরে অনেকে বলেন, খ্রীষ্টবিশ্বাসী হবার আগে তাঁর নাম ছিল সৌল এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসী হবার পরে তাঁর নাম হয়েছে পল। এই উক্তিটি লোকদের বুঝানোর জন্য ঠিকই আছে তবে আসলে ছোটবেলা থেকেই তাঁর ইহুদী নাম সৌল এবং তাঁর রোমীয় নাগরিকত্বের নাম পল (শিষ্যচরিত ১৬:৩৭-৩৮; ২২:২৫-২৯)। দু'টি নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁর পত্রগুলোতে তিনি পল নামটিই বেশী ব্যবহার করেছেন।

পলের শিক্ষা জীবন : 'পলের শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয় মূলত তাঁর জন্মস্থান তার্সাসে ও পরবর্তীতে জেরুসালেমে। তার্সাসে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, পল গ্রীক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। গ্রীক সংস্কৃতি, ভাষা, রেটোরিক, লেখনী, গ্রীক ভাষায় অনূদিত বাইবেলের পুস্তকগুলো সম্পর্কেও তাঁর যথার্থ জ্ঞান ছিল। তিনি ইহুদী ধর্ম, রীতি-নীতি, ফরিসী মতবাদ ও ঐতিহ্য, প্রার্থনা, বিধানগ্রন্থ ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কেও তৎকালীন বিখ্যাত ধর্মগুরু গামালিয়েলের পাদপ্রান্তে সর্বোত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন'। তিনি ৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বিধান শাস্ত্রের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন।

পলের পেশা : অন্যান্য ইহুদী যুবকের মত পল ধর্মীয় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি পেশাগত শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। শিষ্যচরিত ১৮:৩ অনুসারে বলা যায়, তাঁর পেশা ছিল তাঁবু তৈরী করা। তিনি তাঁর পেশায় নিষ্ঠাবান ও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন ফলে তিনি কড়া ভাষায় বলতে পেরেছিলেন, "যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না" (২থেসা ৩:১০)।

পলের বৈবাহিক অবস্থা : পল বিবাহিত না অবিবাহিত ছিলেন তা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ইহুদী সমাজের নিয়ম অনুসারে একজন যুবককে ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করতে হত। ফিলিপ্পীয় ৪:৩

পদে উল্লিখিত পলের "জোয়াল সঙ্গী"র কথা বিবেচনা করে আলেকসান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট ইহুদী যুবক পলকে একজন বিবাহিত ব্যক্তি হিসেবেই মত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে ১করিন্থীয় ৭:৭-৮; ৯:৫ অনুসারে অনেকে দাবী করেন যে, পল ছিলেন অবিবাহিত, তাইতো তিনি সকল নর-নারীর সামনে এক উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে আছেন। তাইতো পল নিজেই সকলকে তাঁর মত অবিবাহিত থাকার আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন, যাতে তাঁরই মত অভগ্ন হৃদয়ে প্রভু যীশুকে ও মণ্ডলীকে ভালবাসতে ও সেবা করতে পারে।

খ্রীষ্টবিশ্বাসী হবার পূর্বে পল : সৌল ছিলেন একজন খাঁটি ইহুদী এবং একজন ফরিসী। ফিলিপ্পীয় ৩:৫-৬ অনুসারে বলা যায়, তিনি ইস্রায়েলের বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ, তিনি হিব্রু বংশের খাঁটি হিব্রু সন্তান, বিধান পালনে তিনি ছিলেন একজন ফরিসী এবং ইহুদী ধর্ম পালনে তিনি ছিলেন ত্রুটিহীন মানুষ। তার্সাসে তিনি ফরিসী পরিবেশে বেড়ে উঠে, 'জেরুসালেমে রাব্বানিক শিক্ষা গ্রহণের ফলেই পল ইহুদীবাদের অত্যুৎসাহী রক্ষক এবং খ্রীষ্টভক্তদের নিপীড়ক হয়ে উঠেছিলেন'। তিনি খ্রীষ্টানদের জীবন যাপন ও ক্রমবর্ধিত প্রচার কাজকে নিজের ইহুদী ধর্মমতের সামনে সরাসরি একটি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন। আর তাই খ্রীষ্টানদের এই প্রচারণাকে প্রতিহত করতে তিনি মরিয়া হয়ে উঠেন।

ফলে তিনি প্রধান যাজকদের অনুমতিক্রমে শুরু করেন খ্রীষ্টানদের বন্দী করতে ও হত্যযজ্ঞ চালাতে। তিনি খ্রীষ্টানদের নির্যাতক ছিলেন, এমনকি তিনি খ্রীষ্টানদের ও খ্রীষ্টমণ্ডলীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করারও চেষ্টা চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে পবিত্র ডিকনের হত্যাযজ্ঞে সৌলেরও সম্মতি ছিল। ডিকন 'স্তেফানের মৃত্যুর পর সৌল আরো হিংস্র হয়ে উঠেন ও তাঁর নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তা জেরুসালেম পেরিয়ে ১৩০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত দামাস্কাসের দিকেও বিস্তার লাভ করে'। এখানে সৌলের মধ্যে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একটি হল, নিজের ধর্মমতের উপর অত্যধিক আগ্রহ; অন্যটি হল, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষ। নিজের ধর্মমতকে রক্ষা ও খ্রীষ্টধর্মকে ধ্বংস করার সংগ্রাম। তাঁর এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল একটাই তা হল, খ্রীষ্টানুসারীদের শেষ করে ফেলা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাধু পলের যাত্রা

পলের খ্রীষ্টেতে আধ্যাত্মিক যাত্রার সূচনা

"একদিন মহাযাজকের কাছে তাঁকে তিনি দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলির সদস্যদের কাছে এই বলে পত্র লিখতে অনুরোধ করলেন যে, ওই ধর্মমতের অনুগামী পুরুষ বা নারী কাউকে পেলেই তিনি যেন তাঁদের বন্দী করে জেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন" (শিষ্য ৯:২)। সৌল খ্রীষ্টানদের শেষ করে ফেলার সংগ্রামে মত্ত হয়ে তাঁর কয়েকজন সৈন্য সঙ্গীদের নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে দামাস্কাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সৌলের মন এতো নিষ্ঠুরতায় মত্ত ছিল যে, সেই মুহূর্তে এই ধরনের হত্যাযজ্ঞ থেকে ফেরানোর সাধ্য কারো ছিল না। তিনি খ্রীষ্টানদের হত্যা, বন্দী ও নির্যাতন করতে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি ছিলেন। তাই যীশু নিজেই সৌলের মন পরিবর্তন ঘটানোর উদ্যোগ নিলেন। যীশু দেখেছেন সৌল কিভাবে প্রবল উদ্যম ও আগ্রহ নিয়েই না নিজের ইহুদী ধর্মকে রক্ষা ও খ্রীষ্টধর্মকে প্রতিরোধ করার কাজে নিষ্ঠাবান। এতে যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে, সৌলই তাঁর জন্য ভাল কাজ করতে পারবেন, সেই-ই হবে মহাপুরুষ, যীশু তাঁকে পছন্দ করলেন, মনোনীতও করলেন। যীশু তাঁর সাক্ষী এবং প্রেরিতদূত হবার জন্য সৌলকে দামাস্কাসের পথে দর্শন দিলেন। "পথ চলতে চলতে তিনি দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে, সৌল, সৌল কেন আমাকে নির্যাতন করছ" (শিষ্য ৯:৩-৫)।

এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সৌল কয়েকদিনের জন্য অন্ধ হয়ে রইলেন, চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। এদিকে আনানিয়াস নামে দামাস্কাসের একজন সাধু ব্যক্তি প্রভুর নির্দেশে সরল সরণী নামক রাস্তার পাশে যে বাড়িতে সৌলকে রাখা ছিলেন সেখানে গেলেন এবং বললেন, "ভাই সৌল, স্বয়ং প্রভুই আমাকে পাঠিয়েছেন– সেই যীশুই, এখানে আসার পথে তুমি যাঁর দর্শন পেয়েছিলে। আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, তুমি যেন আবার চোখে দেখতে পাও, তুমি যেন অন্তর ভরে পবিত্র আত্মাকে পেতে

পার। তক্ষুণি সৌলের চোখ থেকে আঁশের মত কি যেন খসে পড়ল এবং তিনি চোখে আবার দেখতে পেলেন। তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন" (শিষ্য ৯:১৭-১৮)।

এই দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে যীশুর ভালবাসাপূর্ণ স্পর্শ পেয়ে সৌলের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এলো। দীক্ষাস্নানের এই মুহূর্ত থেকেই সৌলের জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবল হয়ে উঠল। খ্রীষ্টেতে গভীর আধ্যাত্মিকতার ফলে অত্যাচারী সৌল হয়ে উঠল খ্রীষ্টপ্রেমিক/খ্রীষ্টপাগল পল। তিনি যীশুর নামে, যীশুর জন্যে, যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হয়ে জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাণীপ্রচারে প্রেরিত হলেন, তিনি বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তিনি খ্রীষ্টেতে আধ্যাত্মিকতায় এতই যীশুপাগল হলেন যে, তাঁর পুরো জীবনটাই রূপান্তর করলেন, নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন। রূপান্তরিত হয়ে তিনি যীশুময় ও খ্রীষ্টময় হয়ে উঠলেন।

পলের প্রচারযাত্রার সূচনা

আনানিয়াসকে প্রভু বললেন, "তুমি যাও, কারণ বিজাতীয়দের কাছে, তাদের রাজাদের কাছে এবং ইস্রায়েলীদের কাছে আমার নাম বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে যে আমার মনোনীত পাত্র। আমি নিজেই তাঁকে বোঝাব আমার নামের জন্য কত দুঃখ তাঁকে ভোগ করতে হবে" (শিষ্য ৯:১৫-১৬)। পল দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পরে দামাস্কাসেই যীশুর যে শিষ্যেরা ছিল, তিনি তাঁদের সাথে কয়েকদিন রয়ে গেলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এখানকার সমাজ-গৃহগুলিতে– যীশুই যে স্বয়ং পরমেশ্বরের পুত্র, এবং তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন– এই কথা প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর প্রচার কাজে খ্রীষ্টনুসারীগণ ভয়ও পাচ্ছিল, অভিভূত হচ্ছিল, কারণ তিনি যে খ্রীষ্টভক্তদের অত্যাচারী ছিলেন। পলের প্রচার ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে লাগল। যীশুই যে খ্রীষ্ট, স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র এই কথা প্রমাণ করে তিনি ইহুদীদের দিশেহারা করতে লাগলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তাঁকে পাঠানো হয় জেরুসালেমে এবং জেরুসালেম থেকে সিজারিয়া এবং পরে যান তার্সাসে। তার্সাসে কয়েকদিন থেকে তিনি প্যালেস্টাইনের যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় খ্রীষ্টবাণী প্রচার করে নতুন নতুন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন।

অন্যদিকে বার্নাবাস পলের খোঁজে তার্সাসে গেলেন এবং খুঁজে পেয়ে দু'জনেই এলেন আন্তিয়োখে। তাঁরা পুরো একটি বছর আন্তিয়োখ রয়ে গেলেন। তখন এখানে খ্রীষ্টভক্তদের প্রথম "খ্রীষ্টান" নামে অভিহিত করা হয়। এক বছর পরে পল ও বার্নাবাস জেরুসালেমে যাত্রা করলেন সেখানকার ধর্ম ভাইদের আর্থিক সাহায্য করার জন্য। এই একই সময়ে রাজা হেরোদ হিংস্র অত্যাচারে যাকোবকে হত্যা ও পিতরকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করলেন। পিতর পরে অলৌকিকভাবে কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং এর কিছুদিন পরেই রাজা হেরোদের আকস্মিক মৃত্যু হয়। ধর্মভাইদের সাহায্য করার পর পল ও বার্নাবাস আবার আন্তিয়োখে ফিরে এলেন।

সাধু পলের প্রচারযাত্রাসমূহ

পুনরুত্থিত যীশুর দর্শন বা স্পর্শ পেয়ে এবং "খ্রীষ্টের অভিজ্ঞতা লাভের ফলে পল খ্রীষ্টের রহস্য, খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মুক্তিদায়ী মূল্যবোধ সম্পর্কে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং নিজের জীবনের একটি নতুন ভূমিকা আবিষ্কার করেন, আর তা হল– "অনিহুদীদের কাছে প্রেরিতদূত হওয়ার" (রোমীয় ১১:১৩)। যীশু খ্রীষ্ট নিজেই পলকে বেছে নিয়েছেন, প্রেরণকর্মী হিসেবে যীশুই তাঁকে নিযুক্ত করেছেন। তাই রূপান্তরিত পল নিজেকে বিজাতীয়দের কাছে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করতে পেরেছেন। আমরা শিষ্যচরিতের ১৩ থেকে ২১ অধ্যায় পর্যন্ত পড়লে দেখতে পাব যে, সাধু পল শুধুমাত্র বাণীপ্রচারের জন্য তিনি প্রচারযাত্রা করেন এবং তাঁর আরো একটি যাত্রা ছিল, তা হল রোম অভিমুখে বন্দী অবস্থায় যাত্রা। সব মিলিয়ে সাধু পল চারটি প্রচারযাত্রা করেছেন বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি।

তবে সাধু পল যে স্থান থেকে বড় বড় প্রচারকাজ পরিচালনা করতেন সে স্থানটির নাম হল "আন্তিয়োখ" নগর। এই স্থানটিকে তাঁর বাণীপ্রচারের কেন্দ্রস্থল বা রাজধানী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই নগরের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। সাধু লুকের মতানুসারে আন্তিয়োখ মণ্ডলী হল একটি জীবন্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী।

এখানে স্বয়ং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর দৃশ্যভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাঁদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে যাচ্ছেন। তাই তাঁদের মধ্যে নতুন উপাসনার আধ্যাত্মিকতা গড়ে উঠেছে, তাঁরা প্রার্থনা ও উপবাস করে। যীশুর কোমল স্পর্শে তাঁদের অন্তরের ঐশ আলোকবর্তিকার আভা চারদিকে বিচ্ছুরিত হতে চায়। ফলে আন্তিয়োখীয় মন্ডলী অনুভব করছে যে, জগতের সবত্রই বাণীপ্রচারের উদ্দেশে তাঁদের কিছু করতেই হবে, তাঁদেরকে অনেক প্রেরণকর্মী গঠন করে পাঠাতে হবে। তাঁদের এই অনুভবকে তাঁরা মনে করছেন, এটা বাণীপ্রচারের জন্য 'পবিত্র আত্মার একটি আহ্বান'। মণ্ডলীতে তাঁরা এই আহ্বান পেয়েছে তাঁরই বাস্তব প্রতিফলন তাঁদের দৃশ্যমান প্রার্থনা ও উপবাস। তাঁরা পল ও বার্নাবাসকে বাণীপ্রচারে মনোনয়ন দিলেন। বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে সাধু পল ও বার্নাবাস বাণীপ্রচারে যাত্রা করলেন।

সাধু পলের প্রথম প্রচারযাত্রা (৪৫-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)

এই প্রচারযাত্রার ঘটনাগুলো আমরা পবিত্র মঙ্গলবার্তা শিষ্যচরিত গ্রন্থে ১৩:১-১৪; ২৮-এ আমরা দেখতে পাই। সাধু পল তাঁর প্রথম প্রচারযাত্রায় বার্নাবাস ও জন-মার্ককে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে নিয়েছিলেন।

সাইপ্রাস দ্বীপে বাণীপ্রচার : পল প্রথমে জাহাজে তুরস্কের সেলুসিয়া বন্দরে গেলেন আর সেখান থেকে সাইপ্রাস দ্বীপের সালামিস নগরে এসে ইহুদীদের বিভিন্ন সমাজগৃহে পরমেশ্বরের বাণী ঘোষণা করতে লাগলেন। সাইপ্রাস ছিল সমুদ্র বন্দর এলাকা। এই এলাকটি ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপ যা ইহুদীদের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। পল ও বার্নাবাস জাহাজে চড়ে অন্য স্থান দিয়েও যেতে পারতেন কিন্তু তাঁরা সাইপ্রাসে গেলেন কারণ সাইপ্রাস ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ ও সমুদ্র বন্দর। এখানে অনেক রকম লোক ইহুদী ও অনিহুদীদের সমাগম হত। সেখানে তিনি বাণীপ্রচারের একটি ভাল সুযোগ নিয়েছিলেন।

পাফস নগর : সালমিস নগর থেকে পল এলেন পাফস নগরে। এখানে পলের সাথে এলিমাস নামে একজন জাদুকর, নকল প্রবক্তার সাথে দেখা হল। সে ছিল প্রদেশপালের ব্যক্তিগত মন্ত্রণাদাতা। জাদু বিদ্যা দিয়ে সে মানুষদের তাক লাগিয়ে দিত, কারও উপকার করত আবার কারো অপকার করত। পল তাঁকে প্রদেশপালের সামনেই অভিশাপ দিয়ে অন্ধ করে দিলেন। এই ঘটনাটি দেখে প্রদেশপাল যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

পিসিদিয়া প্রদেশ : পল ও তাঁর সঙ্গীরা পাফস থেকে জলপথে পাম্ফিলিয়া প্রদেশের পের্গা শহরে এসে উপস্থিত হলেন। এখানকার প্রধান দেবী "ডায়ানা" এবং এই এলাকায় ডাকাতের উৎপাত ছিল প্রবল। এ এলাকা থেকে জন-মার্ক পলের সাথে মনোমালিন্য হলে তারা জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। পল ও বার্নাবাস পের্গা থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে পিসিদিয়া প্রদেশে যান। সেখানে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রার্থনার সময়ে পল সেখানে ইহুদীদের উদ্দেশ্যে অনেক বড় উপদেশ বাণী রাখলেন। উল্লেখ্য যে, পিতর ও পল দু'জনেই বাণীপ্রচারে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁদের উভয়ের বক্তব্য আলাদা বা পদ্ধতিগত ভাবে ভিন্ন হলেও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উভয়ের প্রচারের উপসংহার থাকত "মন পরিবর্তন"। তাঁদের উভয়ের কথাই মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিত ও লোকদের মধ্যে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া ঘটত। একটা হল পরিবর্তন, অন্যটি হল, সেই অজ্ঞানতায় ও অন্ধকারেই পড়ে থাকা অর্থাৎ কেউ কেউ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে চাইত না। তবে পিসিদিয়া প্রদেশের বেশ অনেক ইহুদী পল ও বার্নাবাসের কথা মন দিয়ে শুনল ও অনেকে খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠল। পল তাদের ছেড়ে এবার পিসিদিয়ার আন্তিয়োখ নগরের দিকে অনিহুদীদের কাছে বাণীপ্রচারে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পিসিদিয়ার আন্তিয়োখ নগর : এখানেও বিশ্রামবারে অনেক অনিহুদী জড় হলে পর ও বার্নাবাস তাদের কাছে বাণীপ্রচার করতে লাগলেন। এটা দেখে ইহুদীরা হিংসায় জ্বলতে লাগল। তাদের এই ধরনের ব্যবহার দেখে পল তাদের ছেড়ে বিজাতীয়দের কাছে গেলেন এবং সেখানে তাঁর প্রচারে তাঁরা আনন্দিত মনে খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

ইকনিয়মে বাণীপ্রচার : পল ও বার্নাবাস ইকনিয়মে গেলেন। স্থানটি ছিল একটি ব্যবসা কেন্দ্র ও শহর। নোহের জলপ্লাবনের সময় জায়গাটি ছিল দুর্গম,

প্রচণ্ড শীত ও মরুময়। এখানেও একই ব্যাপার ঘটল। সেখানে পল অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মানুষদের কাছে সহজ ভাষায় বাণীপ্রচার করলেন। কিন্তু কিছু কিছু উগ্র ইহুদী লোক তাদের উত্তেজিত করে পলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। এই ঘটনায় দুঃখ পেয়ে দু'জনে লিস্ত্রা ও দের্বা নগরে গেলেন। সেখানেও তাঁরা বাণীপ্রচার করতে লাগলেন। লিস্ত্রায় একজন জন্মখঞ্জকেও সুস্থ করে তুললেন, ফলে লিকাওনিয়াবাসীরা পল ও বার্নাবাসকে তাদের হার্মিস ও জিউস বলে পূজা করতে শুরু করে দিল। তারা তাঁর কথা শুনতে লাগল কিন্তু এখানেও ইহুদীরা এসে লোকদের উত্তেজিত করলে লোকেরা পলকে পাথর ছুঁড়ে মেরে আধমরা করে ফেলে দিল। পরে কয়েকজন শিষ্য এসে তাঁকে শহরে নিয়ে গেলেন। সুস্থ হবার পরে পল ও বার্নাবাস দের্বা নগরে গেলেন। এখানেই তাঁরা তাঁদের বাণীপ্রচারের কাজ সমাপ্ত করে ফেরার পথে লিস্ত্রা, ইকনিয়ম, পিসিদিয়ার আন্তিয়োখ, পিসিদিয়া, পাম্ফিলিয়া, পের্গা ও আত্তালিয়া হয়ে শেষে আন্তিয়োখ ফিরে এলেন। প্রথম প্রচারযাত্রায় তাঁদের সময় লেগেছিল ৪বছর।

প্রথম প্রচারযাত্রা থেকে ফিরে এসেই পল তাঁর অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করার জন্য শিষ্যদের একত্রিত করলেন। পিতা ঈশ্বর কিভাবে তাঁদের বিজাতীয়দের কাছে বাণীপ্রচারে সাহায্য করেছেন, কিভাবে তাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন সবকিছুই তারা বর্ণনা করলেন। এরপরে তিনি ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ম-কানুনের বিষয়ে কিছু সমস্যা নিয়ে জেরুসালেমের প্রথম ধর্মসভায় যোগদান করেন। সাধু পল ও বার্নাবাসের এই প্রচারের ফলে একটি সার্বজনীন মণ্ডলী গঠিত হল যেখানে বিজাতীয়রাও ধর্মকর্ম করার অধিকার পায়, জাতি-বিজাতির অন্তরের উৎকর্ষ সাধিত হল এবং একটা নতুন পরিবর্তন দেখা গেল।

পলের দ্বিতীয় প্রচারযাত্রা (৪৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দ)

পলের দ্বিতীয় প্রচারযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায় শিষ্যচরিত গ্রন্থে (১৫:৩৬-১৮:২২)। এবারের প্রচারযাত্রায় তাঁর যাত্রাসঙ্গী হলেন সিলাস, তিমথি ও লুক। এ যাত্রায় তিনি আরো বেশী স্থান পরিভ্রমণ করেন। আন্তিয়োখ থেকে শুরু করে সিরিয়া, সিলিসিয়া, দের্বা ও লিস্ত্রা হয়ে ইকনিয়ামে বাণীপ্রচার করেন। সেখান থেকে ফ্রিজিয়া-গালাতিয়া অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নেয়াপলিস বন্দর দিয়ে ফিলিপ্পীতে প্রবেশ করে কয়েকদিন সেখানে থেকে বাণীপ্রচার করেন। এই ফিলিপ্পীতেই এক তরুণীকে যীশু খ্রীষ্টের নামে বিদেহী-আত্মা থেকে মুক্ত করার দায়ে পল ও সিলাসকে নির্যাতনসহ কারাবরণ করতে হয়েছিল। প্রভুর কৃপায় মুক্ত হয়ে তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে আম্ফিপলিস ও আপল্লোনিয়া শহর হয়ে থেসালোনিকিতে গেলেন। যীশুই খ্রীষ্ট, তিনিই পুনরুত্থিত এ কথা প্রচার করে অনেককেই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসী করে তুলেছিলেন। ফলে ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁদের আক্রমণ করতে চাইল। অবস্থা বেগতিক বুঝে পল বিশ্বাসীদের সহায়তায় রাতের বেলায় বেরেয়াতে চলে গেলেন।

বেরেয়াতেও তাঁর নির্ভীক বাণীপ্রচারের ফলে অনেকেই খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর শত্রুদল পিছু ধাওয়া করাতে তিনি এথেন্সে চলে গেলেন। ঈশ্বরের মহাকীর্তি, তাঁর ন্যায়বিচার এবং খ্রীষ্টযীশুর পুনরুত্থানের কথা প্রচার করে এথেন্সবাসীদের মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। অনেকেই তাঁর এই প্রচারে বিশ্বাস করলেও কেউ কেউ তাঁর বিরোধিতা করল। ফলে পল এথেন্স ছেড়ে করিন্থ নগরে গেলেন। করিন্থে তিনি প্রায় ১৮ মাস অবস্থান করেন, বাণীপ্রচার ও মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেখান থেকে কেংক্রেয়া বন্দর হয়ে এফেসাসে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁর প্রচার সমাদৃত হলেও বেশীদিন অবস্থান করেননি। পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমুদ্রপথে সিজারিয়াতে নেমে জেরুসালেম হয়ে আন্তিয়োখে ফিরে আসেন। এই যাত্রায় তিনি ১ম ও ২য় থেসালোনিকিয়দের কাছে ধর্মপত্র লিখেন।

পলের তৃতীয় প্রচারযাত্রা (৫৩-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)

পলের এই প্রচারযাত্রাটি সম্বন্ধে জানা যায় শিষ্যচরিত ১৮:২৩-২১:২৬ অংশে। সাধু পল আন্তিয়োখে কয়েকদিন কাটানোর পরে তৃতীয়বারের মত প্রচারযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। এবার তাঁর সফরসঙ্গী হলেন সিলাস, তিমথি ও লুক। এ যাত্রায় তিনি গালাতিয়া ও ফ্রিজিয়া দেশের মধ্য দিয়ে এফেসাস নগরে পৌঁছলেন। দীর্ঘ তিন বছর সেখানে অবস্থান করে বাণীপ্রচার, দীক্ষাস্নাতকরণ, রোগমুক্ত করা, বিদেহী আত্মা বিতাড়ন ইত্যাদির মধ্য

দিয়ে প্রভুর শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে বিশ্বাস করেছেন।

এফেসাসে বাণীপ্রচার : এফেসাস ছিল আশিয়া প্রদেশের প্রধান কেন্দ্র ও একটি সুন্দর সমৃদ্ধশালী শহর। আপল্লোস নামে একজন ইহুদী, জন্মসূত্রে যিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার মানুষ, সুবক্তা ও শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর প্রচারে এফেসাসের অনেক মানুষই দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তারা পবিত্র আত্মাকে পাননি। তাই সাধু পল তাদের উপর হাত বিস্তার করলে তাদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। পরে সাধু পল সেখানকার সমাজগৃহে যেতেন ও বাণীপ্রচার করতেন। এখানে কিছু মানুষ যদিও পলের বিরোধিতা করেছিল তথাপি অনেক ইহুদী, অনিহুদী খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে। তারা যত ওঝা, দেবপূজক, মূর্তি, বই বর্জন করে একটি সুন্দর মণ্ডলী গঠন করল। এই যাত্রায় পল দু'টি ধর্মপত্র লিখেন : গালাতীয় ৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১করিন্থীয় ৫৬ খ্রীষ্টাব্দে।

জেরুশালেম অভিমুখে যাত্রা : সাধু পল এবার এফেসাসের সকল কাজ শেষ করে মাসিডনে এলেন এবং এখানে কয়েকদিন থেকেই গ্রীসে এসে পৌঁছলেন। গ্রীসে তিন মাস কাটানোর পর জলপথে সিরিয়ায় যাত্রা করার উদ্দেশে ফিলিপ্পী হয়ে ত্রোয়াসে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানে সাতদিন থাকলেন। ত্রোয়াসে বাণীপ্রচার শেষে তাঁরা মিলেতাস বন্দরে উপস্থিত হলেন। মিলেতাস বন্দর থেকে তাঁরা কোস ও রোড্স দ্বীপ হয়ে পাতারা বন্দরে এলেন। সেখান থেকে ফিনিশিয়ার জাহাজে সাইপ্রাস দ্বীপের পাশ দিয়ে তুর্স বন্দরে। তুর্সে সাত দিন থেকে তাঁরা তালেমাইস বন্দরে গেলেন। সেখানে সিজারিয়া নগরে ফিলিপের কাছে কয়েকদিন কাটিয়ে শেষে তাঁরা জেরুসালেমে পৌঁছে তাঁদের প্রচারাভিযান সমাপ্ত করলেন।

এই প্রচারে তিনি অনেক বিরোধিতা, নির্যাতন পেয়েও তার মধ্যে তিনি এক তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, প্রভু যীশুর কথা তিনি মানুষকে শোনাতে পেরেছেন এবং খ্রীষ্টের প্রতি অনেককেই বিশ্বাসী করে তুলতে পেরেছেন।

পলের প্রথম বন্দীত্বকাল (৫৮-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)

লুকের বর্ণনা অনুসারে পলের তৃতীয় প্রচারযাত্রার পরে জেরুসালেমে পৌঁছলে তাঁকে বন্দী করা হয় (শিষ্য ২১:২৭-৩৬)। নিঃসন্দেহে পল ইহুদীদের মিথ্যা ষড়যন্ত্রের শিকার। জেরুসালেম থেকে পলকে পাঠানো হল সিজারিয়াতে প্রদেশপাল ফেরিক্সের কাছে। সেখানে তাঁকে দু'বছর কারাগারে রাখা হয়। তারপর পলকে রোমে পাঠানো হল (৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে) । তাঁর এ রোম যাত্রাও ছিল অত্যন্ত উদ্বেগ ও সংকটাপন্ন। রোমে পৌঁছলে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। সে অবস্থাতেও তিনি থেমে থাকেননি, থেমে থাকেনি তাঁর বাণীপ্রচার ও খ্রীষ্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যদান। তিনি নিজেই বলেন, "ঈশ্বরের বাণী কিন্তু শৃঙ্খলিত হয় না" (২তিমথি ২:৯)। যারা তাঁকে দেখতে আসত তাদের কাছেই খ্রীষ্টের বাণী ঘোষণা করেছেন। ফলে অনেকেই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। রোমে অনিহুদীদের কাছেও খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেন (শিষ্য ২৮:৩০)। খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উৎসাহিত করে তিনি বিভিন্ন মণ্ডলীর কাছে পত্রও লিখেছেন; এগুলো হল কলসীয়, ফিলেমন, এফেসীয়, ফিলিপ্পীয়। এ পত্রগুলো লেখা হয় ৬১-৬৩ এর সময়ে।

পলের চতুর্থ ও শেষ প্রচার যাত্রা (৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)

রোমে পল পুরো দু'বছর ধরেই তাঁর সে ভাড়া করা বাড়িতেই ছিলেন সম্পূর্ণ নিজের খরচে। অনেকেরই মতে, রোমে বন্দীত্বের আইনগত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পল ৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি পেয়েছিলেন। তখন সম্ভবত ৬৩ থেকে ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রীট দ্বীপ, এশিয়া প্রদেশ, মাসিডন ও আখাইয়া প্রদেশে গিয়ে বাণীপ্রচার করেছিলেন। মাসিডনে প্রচারযাত্রার শেষদিকে সাধু পল ১ম তিমথি ও তীতের কাছে ধর্মপত্রটি লেখেন।

পলের দ্বিতীয় বন্দীত্বকাল (৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)

পলের প্রচারের শেষ পর্যায়ে তাঁকে ৬৬ বা ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার গ্রেপ্তার করে বন্দী অবস্থায় রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আবার কারাবাসী হন এবং এই সময়ে তিনি ২তিমথি ধর্মপত্রটি রচনা করেন। সম্ভবত ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সাধু পল রোমে শিরোচ্ছেদে শহীদ মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে, সাধু পলের যখন শিরোচ্ছেদ করা হয় তখন

তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা হবার সাথে সাথে তিনবার লাফ দিয়েছিল এবং সেই তিনটি স্থানে দেখা দেয় তিনটি ঝর্ণাধারা। তাই সেই স্থানের নাম রাখা হয় "ত্রে-ফন্তানে"।

তৃতীয় অধ্যায় : আমাদের করণীয়

সাধু পলের প্রচারযাত্রায় আমাদের অংশগ্রহণ

সাধু পল আমাদের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আমরা নতুন নিয়মের যে খণ্ডটি দেখি, এখানে ২৭টি বইয়ের মধ্যে ১৩টি পত্রই বা অর্ধেকের বেশী অংশ সাধু পলের লেখার পরিসর। তার সাথে তিনি বিভিন্ন দেশে, প্রদেশে, যাত্রা করে খ্রীষ্টবাণী প্রচার করেছেন, খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। বিভিন্ন যাত্রায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতায় তাঁর প্রাণনাশের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি আরো বেশী জীবন সংগ্রাম করে বাণীপ্রচার করেছেন।

আজ পল নেই, তবে তাঁর লেখা, তাঁর কথা, জীবনযাত্রা ও অবদান তিনি রেখে গেছেন। আমরা এগুলো বর্তমানে পড়তে পারি বা পড়তে পারছি। আর এগুলো শুধুমাত্র পড়লেই চলবে না, আমাদেরও হতে হবে সাধু পলের মত। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরাও রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক অধিকার পেয়েছি, পেয়েছি বাণীপ্রচার করার দায়িত্ব। সাধু পলও একই অধিকার নিয়ে সফলভাবে বাণীপ্রচার করে আমাদের সামনে বাণীপ্রচারের একটি আদর্শ হয়ে আছেন। আমরাও সাধু পলের এই প্রচারযাত্রায় অংশগ্রহণ করি কারণ আমরা ঐশ জনগণ, আমাদের কাজই হল, প্রেরণকাজ করা। অন্যদিকে কাথলিক মণ্ডলী হল একটি সার্বজনীন মণ্ডলী বা বিশ্বজনীন মণ্ডলী। এর কাজও হল "প্রৈরিতিক মণ্ডলী" হওয়া। তাই সাধু পলের প্রচারযাত্রায় আমাদের সফল অংশগ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সেই অনুসারে কাজ করা যায় ঃ

(১) পলের জীবনাদর্শ পালনে প্রেরণকর্মী হয়ে ওঠা : খ্রীষ্ট হলেন সকল পবিত্রতা ও প্রেরণকাজের উৎস ও আদর্শ। সাধু পল নিজেও খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করে হয়ে উঠেছেন একজন আদর্শ প্রেরণকর্মী। ফলে তিনি সফলতার সাথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত "খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছেন" এই মূলসুরটি জাতি-বিজাতি সবার কাছে ঘোষণা করে লোকদের মন পরিবর্তনে ও বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টের আলো ছড়িয়ে দিতে হয়ে উঠেছেন সকল প্রেরণকর্মীদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি সুশিক্ষিত ও নীতিবান, খ্রীষ্টের প্রতি অনুগত ও বাধ্য থেকে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ও প্রেরিতশিষ্যদের সহায়তায় বাণীপ্রচার করলেন। কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকার ও প্রার্থনা করেছেন। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন। পল দয়ালু, সুবক্তা, সুশিক্ষিত, উদার, প্রার্থনাশীল, সুবিবেচক, বুদ্ধিমান, আত্মপ্রত্যয়ী, বাধ্য ও সহনশীল, পরোপকারী, পবিত্র, সাহসী ও খ্রীষ্টপ্রেমিক মানুষ ছিলেন।

খ্রীষ্টের আদর্শ প্রচারক হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সাধু পলের মত খ্রীষ্টপ্রেমিক হয়ে খ্রীষ্টীয় জীবন-যাপন করতে হবে এবং অন্যদের মাঝে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে হবে। সাধু পলের মত বিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে। এই বিশ্বাসের গুণেই আমরাও সাধু পলের মত প্রেরণকর্মী হয়ে উঠতে পারব। তাঁর জীবনযাত্রা ও আদর্শ নিজ জীবনে ধারণ করে হয়ে উঠতে পারবো যীশুর প্রেরণকর্মী।

(২) পলের প্রেরণকাজের পদ্ধতি অনুসরণে বাণীপ্রচার : যুগে যুগে অনেক বাণীপ্রচারকই খ্রীষ্টের প্রেম, ক্ষমা, শান্তি ও ভালবাসার বাণী প্রচার করেছেন, খ্রীষ্টকে বিধর্মীদের মাঝে বহন করে নিয়ে গেছেন। এদের মধ্যে সাধু পল হলেন অন্যতম। সাধু পল ছিলেন পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্বুদ্ধ একজন প্রেরণকর্মী ও সফল বাণীপ্রচারক। তাঁর প্রচারকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল ছিল অভিনব ও নান্দনিক, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক- শহর বা বন্দর বেছে নেওয়া : শহর বা বন্দরে অনেক ধরনের মানুষের সমাগম হয়, যেমন – যারা নেতা, ব্যবসা করে বা যারা তার কথা বুঝবে, সেরকম জায়গা বাণীপ্রচারের জন্য বেছে নিতেন।

খ - সমাজঘর : তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই সমাজঘর খুঁজে বেড়াতেন। তিনি সেখানে প্রথমেই খোঁজ করতেন কোন ইহুদী আছে কি না, এবং তাদের সাথে

দেখা করতেন কারণ তারা তাঁকে ভালমত বুঝতে পারবে, স্বজাতি হিসেবে দরদী হবে এই ভেবে।

গ - উপদেশ দেওয়ার সুযোগ নেওয়া : বিশ্রামবারে সমাজঘরে গিয়ে একেশ্বরবাদী বা ইহুদীদের কাছে তিনি কথা বা উপদেশ দেওয়ার সুযোগ নিতেন। তিনি পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থাৎ জানা থেকে অজানা পদ্ধতিতে বাণীপ্রচার করতেন।

ঘ - বিজাতীয়দের কাছে বাণীপ্রচার : পল যখন কোন অনিহুদী বা বিজাতীয়দের কাছে বাণীপ্রচার করতেন তখন তিনি "অজানা থেকে জানা" পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। বিজাতীয়দের কাছে তাদের দর্শন অনুসারে, তাদের মত করে বাণীপ্রচার করতেন।

ঙ - অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ : আমরা তাঁর লেখা পড়লে তাঁর আরো কিছু পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারব, সেগুলো হল - পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের কথা সরাসরি বলা, দেশে দেশান্তরে যাত্রা করে প্রচার করা, বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়ে প্রচার করা, চিঠি বা পত্রের মাধ্যমে খ্রীষ্টভক্তদের পালকীয় পরিচর্যা নেওয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী গঠন করা ইত্যাদি।

এই সব পদ্ধতিতে বাণীপ্রচারের কাজেই সাধু পল একজন কষ্টভোগী সেবক ও সফল বাণীপ্রচারক। তাঁর এই বাণীপ্রচার পদ্ধতিগুলো বর্তমানেও অনুকরণীয়। আমরা বর্তমানের ভোগবাদী বিশ্বে হয়ত সাধু পলের মত সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাণীপ্রচার করতে পারব না, তবে অন্তত আমাদের জীবনযাত্রায় পলের কিছু কিছু গুণাবলী ও জীবন-সাক্ষ্য বহনে আমরাও প্রচারকাজে অংশগ্রহণ করতে পারি। অন্যদিকে যাঁরা প্রচারকর্মী তাঁদেরকে পলের সকল গুণাবলী ও প্রচার পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুশীলন করে বাণীপ্রচার করে যেতে হবে। তখন ঈশ্বরের বাণীও মানুষের অন্তরে শতগুণ ফল দেবে ও ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজ ত্বরান্বিত হবে।

(৩) মণ্ডলীর প্রচারকাজে আমাদের অংশগ্রহণ করা : পিতা ঈশ্বরের মহিমা, খ্রীষ্টের রাজ্য বিস্তার, মানুষকে মুক্তি ও পরিত্রাণকার্যের অংশীদার করতে এবং তাদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সাথে সমগ্র বিশ্বের যথার্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতেই মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে। প্রৈরিতিক কাজ মণ্ডলী তার সদস্যদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে সম্পাদন করে। খ্রীষ্টীয় আহ্বান স্বভাবতই প্রৈরিতিক কাজেরও আহ্বান। একটি জীবন্ত দেহে কোন অঙ্গ যেমন নিষ্ক্রিয় থাকে না তেমনি মণ্ডলী বা খ্রীষ্ট দেহেও কেউ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। "প্রত্যেক অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী সক্রিয় হওয়ার দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে" (এফে ৪:১৬)। কারণ বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা সকলেই যাজকীয় অধিকার ও দায়িত্ব পেয়েছি। আর এই দায়িত্ব আমাদের প্রতিদিনের সংসার জীবনে ও জীবন-সাক্ষ্যে প্রৈরিতিক কাজ করতে সাাহায্য করে। আর সত্যিই এই প্রেরণ কাজে মঙ্গলসমাচারকে ভিত্তি করে ও খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করার মাধ্যমে পরিচালনা করলে আমরা মণ্ডলীর প্রেরণকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছি।

(৪) প্রেরণকাজে বর্তমান চ্যালেঞ্জপূর্ণ অবস্থা গ্রহণ করা : সাধু পলের প্রেরণকাজে নানা বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি সবকিছুকে মেনে নিয়ে খ্রীষ্টের বাণী বিশ্বময় করার জন্য সংগ্রামী হয়েছেন। বর্তমানে মানুষ নানা পাপ কাজ, অর্থপূজা, অন্ধবিশ্বাস, ব্যভিচার তথা নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত। বর্তমান অবস্থার আধুনিকতার মধ্যে মানুষের অনৈতিকতা দিন দিন বাড়ছে। মানুষের মধ্যে প্রতিশোধমূলক মনোভাব, হিংসা, স্বার্থপরতা, নানা দুষ্কর্ম ও মন্দতা বিরাজ করছে। খবরের পাতা খুললেই দেখা যায় খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নির্যাতনসহ নানা অপকর্মের বাস্তব চিত্র। মানুষের জীবনে আরাম-আয়েশ, আত্মতৃপ্তি, উন্মাদনা-উত্তেজনা নিঃসন্দেহে বেড়ে গেছে। জীবনে হৈ চৈ হট্টগোল আছে, প্রশান্তি নেই। অনেক প্রাচুর্য আছে কিন্তু সুখ নেই। জগত খ্রীষ্টকে চায়, খ্রীষ্ট আমাদের চান। এই যুগে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে সবকিছুই যেন চ্যালেঞ্জপূর্ণ। সাধু পলের ন্যায় জীবন বাজী রেখে অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে এই সমস্ত বাধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের চ্যালেঞ্জ থেকে দূরে পালিয়ে গেলে চলবে না। চ্যালেঞ্জের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলাই হবে আমাদের আসল প্রেরণকাজ। আর এর জন্য আমাদের সদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

(৫) নিজ দায়িত্ব ও সেবাকাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করা : ভ্রাতৃপ্রেম প্রতিটি প্রৈরিতিক কাজের উৎস ও চালিকাশক্তি। খ্রীষ্টও তাই চান, আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেমে আপ্লুত হয়েই পরস্পরকে ভালবাসি। তিনি বলেন, "সর্বান্তকরণে ঈশ্বরকে ভালবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা এটাই হল বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ" (মথি ২২:৩৭-৪০)। খ্রীষ্ট নিজেকে তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে এই প্রেমের উপলক্ষ্য করেছেন, "আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্য তোমরা যা-কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ" (মথি ২৫:৪০)। তিনি আবার বলেছেন, "তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে সকলে তাতেই বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩:৩৫)।

আর হ্যাঁ, আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবনে ভালবাসাপূর্ণ সেবাকাজ ও সম্পর্কের অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভালবাসার প্রকাশ ঘটে সহভাগিতা ও সেবাকাজের মাধ্যমে। যীশু খ্রীষ্টও তো সেবা পেতে নয়, বরং সেবা করতেই এ জগতে এসেছিলেন। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদেরও অপরকে সেবা করতে হবে এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজ ও অর্পিত দায়িত্বসমূহ সৎ ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। আর এতে করে আমরা পলের প্রচারযাত্রায় সফল অংশগ্রহণকারী ও সক্রিয় প্রচারকর্মী হয়ে উঠব।

(৬) কাথলিক প্রৈরিতিক কাজ : মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বা মণ্ডলী পরিচালিত বিভিন্ন সেবামূলক ও সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ দেশে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই কার্যক্রমকে নামকরণ করা হয়েছে "কাথলিক প্রৈরিতিক কাজ"। কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন সিবিসিবি, বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্থাপিত গ্রামীণ সঞ্চয় সমিতি, সমবায় সমিতি, সমবায় ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং দি খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ইত্যাদি।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র ও চিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ইত্যাদি। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সংগঠন, রয়েছে বিভিন্ন স্থানীয় প্রকাশনাসমূহ যেমন – সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বাণীদিপ্তী ও জেরী প্রিন্টিং, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও আরো অনেক বিভিন্ন সংঘ-সংস্থার প্রকাশনাসমূহ যেমন সমবার্তা, মঙ্গলবার্তা, প্রদীপন, শান্তির দূত, দীপ্তসাক্ষ্য, প্রতীতি, ন্যায্যতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীর করণীয়

স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনায় মঙ্গলবাণী ঘোষণার গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণের চিরন্তন লক্ষ্যই হচ্ছে খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সকল মানুষের কাছে খ্রীষ্টের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করা, যাতে সবাই খ্রীষ্টকে জানতে, ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে এবং পাপের ক্ষমা ও স্বর্গরাজ্যের আশীর্বাদসমূহ লাভ করতে পারে। যাতে তারা ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালবাসতে পারে এবং এইভাবে একই পিতা ঈশ্বরকে ঘিরে সকল মানুষ যেন একটি প্রেমপূর্ণ মানব পরিবারে পরিণত হতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ মণ্ডলী ৫টি পালকীয় কাজকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেছে নিয়েছে বা চিহ্নিত করেছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (পালকীয় পরিকল্পনা ৩১)। আর সকল ক্ষেত্রেই মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠায় কাজ করা জরুরী। এগুলো হল :

(১) ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা : সাধু পল বলেন, খ্রীষ্টকে ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে জানার ইচ্ছা আমার নেই (ফিলি৩:৮)। সকল মানুষকে ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে নির্যাতন ও দুর্দশা থেকে নিরাময় করা। এক্ষেত্রে মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন নিরাময়ই দীর্ঘস্থায়ী নয়।

(২) মিলন সমাজ গঠন : মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন মিলনই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বা ভ্রাতৃসুলভ নয় বা হতে পারে না।

(৩) পারস্পরিক সহভাগিতা বৃদ্ধি : মণ্ডলীর অভ্যন্তরে পারস্পরিক সহভাগিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন সহভাগিতাই খাঁটি বা নির্ভেজাল হতে পারে না।

(৪) সংস্কৃত্যায়ন : মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন সংস্কৃত্যায়নই যথেষ্ট গভীর হতে পারে না।

(৫) গঠন দান : মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন গঠনই পরিপক্ব নয় বা পরিপক্ব হতে পারে না।

এই পাঁচটি অগ্রাধিকার যেন মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা অনুযায়ীই বাস্তবায়িত হয়। "মঙ্গলবাণী" স্বয়ং খ্রীষ্ট; কাজেই মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠা মানে : খ্রীষ্টকে প্রতিষ্ঠা বা খ্রীষ্টকরণ অর্থাৎ সবকিছুকে এবং প্রত্যেককে খ্রীষ্ট সাদৃশ্য হয়ে উঠা বা করে তোলা। অন্য কথায় খ্রীষ্ট সকলের মধ্যে, যেন সকলেই খ্রীষ্টময় হয়ে ওঠে।

সাধু পলের প্রচারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আমরা জানি যে, মঙ্গলসমাচার হল যীশু খ্রীষ্টের জীবনী, শিক্ষা, চিহ্ন, লক্ষণ ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে ধারাবাহিক বর্ণনা আর যীশু খ্রীষ্টের জীবনী, কথা ও কাজের ফলশ্রুতি প্রকাশিত হয়েছে শিষ্যচরিত গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি সাধু লুকের লেখা বা লুকের মঙ্গলসমাচারের দ্বিতীয় অংশ। এর ফল শুরু হয় জেরুশালেমে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণের মাধ্যমে। পবিত্র আত্মার প্রভাবে গোটা জেরুশালেমে ঘটল বিরাট পরিবর্তন, আসলো নবীনতা, শুরু হল নতুন মণ্ডলী। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে জেরুশালেমে প্রচারকাজ শুরু হল এবং বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টের বাণী ছড়িয়ে পড়ল। শেষে সকল প্রকার প্রচার কাজ কেন্দ্রীভূত ও চূড়ান্ত রূপ পেল রোম ইহুদী ও অনিহুদীদের মধ্য দিয়ে। এর সবকিছু সম্ভব হয়েছে পবিত্র আত্মারই প্রভাবে।

অন্যদিকে জেরুশালেমে এক মহানায়কের উদ্ভব ঘটে – তিনি হলেন সাধু পল। দামাস্কাসের পথে পুনরুত্থিত যীশুর দর্শন পেয়ে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার মধ্য দিয়ে স্বয়ং খ্রীষ্টেরই প্রেরিতদূত হলেন। পল নিজেই দাবী করেন যে, তিনি স্বয়ং পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দ্বারাই মনোনীত ও প্রেরিত হয়েছেন। তিনি বলেন, "স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টই আমাকে ডেকেছেন"। এখানে আমরা দেখতে পাই স্বয়ং যীশু দ্বারাই পল মনোনীত হলেন এবং প্রেরিত হলেন অনিহুদী ও বিজাতীয়দের কাছে। পল তাঁর নিজের জীবনে যীশু খ্রীষ্টের উপরে এতই বিশ্বাসী ও উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন যে, দীক্ষা নেবার পর থেকে সারা জীবন তিনি খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করেছেন, সারা জীবন বাণীপ্রচারের জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাত্রা করেছেন। তিনি বার বার জাহাজডুবি ও ঝড়ের কবলে পড়েছেন। সারা জীবন নম্রভাবে বিশ্বস্ততার সাথে পরিশ্রম, ধ্যান-প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন। এতেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র দ্বারা নবগঠিত বিভিন্ন মণ্ডলীকে ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট ও বলীয়ান করেছেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন বলে অনেক জায়গার কৃষ্টি ও ভাষার সাথে সহজেই মিশে যেতে পেরেছেন। তিনি সর্বদা ইহুদীদের কাছে যেতেন কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেছে অনিহুদীরা ও বিজাতীয়রা। তিনি তাদের কাছে তাদের ভাষায় সহজভাবে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতেন।

রোমে একেশ্বরবাদী ইহুদীদের কাছে পল খ্রীষ্টকে আসল দেবতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। অনেক ইহুদী ও অনিহুদী খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। আর খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী সমাজ রোমীয়দের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। তাঁর প্রচারে বিশ্বব্যাপী একটা শক্ত কাথলিক মণ্ডলী গড়ে ওঠে যা মানুষের মনে নতুন একটা উৎকর্ষ সাধন করেছে। ধর্মকর্মের কিছু বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে তিনি জেরুশালেমের ধর্ম মহসভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কাথলিক মণ্ডলীতে বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

প্রেরিতদূত পলের মন পরিবর্তনের সাথে সাথে পলের মধ্যে বাণীপ্রচারের যে স্পৃহা ও জীবন সাক্ষ্যের যে দৃঢ় মনোভাব তা সুন্দরভাবে পলের জীবনে ফুটে উঠেছে। তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা ও খ্রীষ্টের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার শক্তিই প্রেরিতদূত পলকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে জাতি-বিজাতি, ইহুদী-অনিহুদী সকলের কাছে শাশ্বত বাণীর বার্তাবাহক ও প্রচারের দূত হয়ে উঠতে। তিনি মানুষের অন্তরে সত্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে অসীম ও অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন।

খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল – শুধু ইহুদীদের কাছে নয়, স্বজাতি-বিজাতি নির্বিশেষে সকলেরই কাছে খ্রীষ্টবাণী প্রচার করা হবে। এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল সাধু পল ও তাঁর সঙ্গীদের হাতে। তিনি ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী নানা দেশে

বারবার গিয়ে সেখানে নতুন নতুন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। পল শেষ পর্যন্ত রোম নগরেই আসলেন বন্দী হয়ে। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের সকলেই কাছে তিনি ঐশরাজ্যের বাণী প্রচার করতেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যা কিছু বলবার তা অবাধে, অকুতোভয়ে সকলকে বলতেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টের বাণীর সাক্ষ্য বহন করেছেন। তিনি খ্রীষ্টের দাসের স্বরূপ নিয়ে সকলের কাছে স্বতন্ত্র, বিশ্বস্ত, বিনম্র প্রেরিতশিষ্য হয়ে উঠেছেন। তাই খ্রীষ্টমণ্ডলীতে সাধু পলের এতো গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

সাধু পলের ন্যায় খ্রীষ্টভক্তদের বিবেকও সুতীক্ষ্ণ ও সুকোমল হওয়া উচিত 'মঙ্গলবাণী প্রচারে দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে, ধিক্ আমাকে যদি আমি তা প্রচার না করি। এই দায়িত্ব আমাদের হাতে রয়েছে বলেই' মণ্ডলীর

বাগেরহাটের শেলাবুনিয়া সাধু পলের ধর্মপল্লীর গীর্জায় দৃষ্টিনন্দন বর্ণিল কাচের কারুকার্যমণ্ডিত সাধু পলের প্রতিকৃতি।

প্রৈরিতিক কার্য সম্পর্কে নির্দেশনামা ১৩নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে : 'যেখানে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মুক্তিরহস্য ঘোষণার দ্বার অবারিত করেছেন সেখানেই সকল মানুষের কাছে ঈশ্বর এবং যাঁকে তিনি মুক্তির উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন সেই যীশু খ্রীষ্টকে সাহসের সঙ্গে এবং বিশ্বস্তভাবে ঘোষণা করতে হবে'। খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী কাজ শেষ হয়নি। পৃথিবীর মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন এই মুক্তিদায়ী কাজ চলবে। 'খ্রীষ্টের হাত নেই, আজকের জগতের কাজ করার জন্য তাঁর একমাত্র উপায় আমাদের হাত। খ্রীষ্টের পা নেই, তাঁর পথে মানুষকে চালিত করতে তাঁর একমাত্র সম্বল আমাদের পা। খ্রীষ্টের মুখ নেই, আজকের মানুষের কাছে নিজের কথা জানানোর জন্য তাঁর আছে আমাদের মুখ'।

তাই আমি মনে করি, সাধু পল বাণীপ্রচারের যাত্রায় বর্তমান প্রেরণকর্মী ও বাণীপ্রচারকদের কাছে একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ। আর প্রেরণকর্মীদের উচিৎ সাধু পলের আদর্শ পালন করে, ঈশ্বরের উপর বিশেষ আশা ও আস্থা স্থাপন করে বাণী প্রচারের কাজ করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মাধ্যমে সাধু পলের প্রচারযাত্রায় অংশগ্রহণ করাই আমাদের পবিত্র খ্রীষ্টীয় দায়িত্ব।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের মাণ্ডলিক জীবনে সাধু পলের মন পরিবর্তন ও আদর্শ প্রেরণকর্মী হয়ে বিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাণীপ্রচারের যাত্রা নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনা। তিনি যেভাবে যীশুকে নিজের জীবনে ধারণ ও বহন করেছেন, তেমনি যীশু খ্রীষ্টের প্রেরণকর্মী হয়ে বর্তমান বাস্তবতায় সকল প্রচারক ও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে অনুপ্রেরণা স্বরূপ। তিনি বলেছেন, "শুভ সংগ্রামে সংগ্রামী হয়েছি, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস" (২তিমথি ৪:৭)। সত্যিকার অর্থে খ্রীষ্ট প্রভুর উপর অগাধ বিশ্বাসই সফল প্রেরণকর্মী হওয়ার আসল চালিকাশক্তি। বর্তমান পৃথিবীতে ও আমাদের খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে প্রেরণকর্মের বিকাশ, বিস্তার ও ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সৎ ও আদর্শ প্রেরণকর্মী হয়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টের বাণী প্রচার ও প্রসারে সাধু পলের প্রচারযাত্রায় অংশগ্রহণ করা আমাদের প্রত্যেকের খ্রীষ্টীয় দায়িত্ব।